৭৮

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ FEB. 4 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

এডওয়ার্ড কলেজে শিক্ষক-কর্মচারী সংকট

পাবনা সংবাদদাতা ।। পাবনা সরকারী এডওয়ার্ড কলেজের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক ঘাটতির সাথে সাথে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রকট অভাবে কলেজ প্রশাসন কার্যতঃ অচল হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা সম্পন্ন এই কলেজে ৩০ বছর আগে বে-সরকারীকালীন সময়ে যে সকল কর্মচারী নিয়োজিত ছিল তাহাদের দিয়াই কলেজ-অফিস,

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

এডওয়ার্ড কলেজে

(৩য় পৃঃ পর)

লাইব্রেরী ও বিভিন্ন বিভাগের দাপ্তরিক ও ম্যানেজারিয়াল কাজকর্ম চলিতেছিল। ইহার মধ্যে কলেজ সরকারী হওয়ার ফলে কিছু কিছু কর্মচারী অন্যত্র বদলী হইয়া গিয়াছেন এবং কেহ কেহ অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের শূন্য পদে নূতন কোন লোক নিয়োগ করা হয় নাই। দীর্ঘদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে পদশূন্যতা। ফলে কলেজের সার্বিক প্রশাসনিক কাজ দারুণ ব্যাহত হইতেছে। কলেজ সূত্রে জানা গিয়াছে, এনাম কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সরকারী এই কলেজের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর সৃষ্ট পদ হইতেছে ১২টি। সে স্থলে নিয়োজিত আছেন ৯ জন। ১ জন হিসাবরক্ষক ও ২ জন অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিকের পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য হইয়া আছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ মাঝে মধ্যেই মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর শূন্যপদ প্রদর্শন করিয়া পদ/পূরণের জন্য তাগিদ দিয়াও কোন সুফল পাইতেছেন না। এদিকে চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীর মধ্যে ১ জন ক্যাশ সরকার ২জন- বুকসর্টার ও ৪ জন দক্ষ বেয়ারারের সৃষ্ট ৭টি পদ অনেকদিন যাবৎ শূন্য পড়িয়া আছে। ইহাদের জন্য নির্ধারিত কাজ অন্য কাহাকেও দিয়া করানো সম্ভব হইতেছে না। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর ক্যাটাগরি এম এল এস এস-এর সৃষ্ট পদ হইতেছে ২১টি। কর্মরত আছে মাত্র ১৫ জন। শূন্য ৬টি পদ পূরণ করা হইতেছে না। ফলে প্রশাসনিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করাই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। বিশাল কলেজচত্বর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য মাত্র ১ জন সুইপার নিয়োজিত আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ১২টি বিষয়ে অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স বর্তমানে চালু আছে। বিভিন্ন বিভাগে বিশেষ করিয়া বিজ্ঞান বিভাগগুলিতে দক্ষ বেয়ারার যাহারা ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল ব্যবহারে সহায়তা করে তাহাদের প্রয়োজন খুবই বেশী। কিন্তু শূন্যপদ পূরণ না হওয়ায় বা লোক নিয়োগ না করায় বিজ্ঞান ল্যাবরেটরীর কাজ কার্যতঃ বন্ধ। কলেজের কাজ সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য ১২টি বিভাগের জন্য অন্তত আরো একজন করিয়া বেয়ারার নিযুক্তির প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বিশাল চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য প্রয়োজন আরও ২ জন সার্বক্ষণিক সুইপার। বর্তমানে যে ২১টি এম এল এস এস-এর পদ আছে উহা অপেক্ষা দ্বিগুণ কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হইলে কলেজের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে বলিয়া কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন।